দৈনিক ইনকিলাব

046

17 AUG 1988

1 3

ইংরেজীকে আবশ্যিক বিষয় করতে চিন্তার সময় এসেছে—প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সকল স্তরে বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাদানের প্রশ্নটি নিয়ে এখন সকল মহলের চিন্তা-ভাবনার সময় এসেছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, ছাত্ররা যাতে উন্নত পর্যায়ের উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে পারে সে জন্যে তিনি সব ধরনের সাহায্য করবেন। গতকাল রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদের এক বিরাট সমাবেশে ভাষণদানকালে তিনি একথা বলেন। খবর বাসস'র।

কলেজ মিলনায়তনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ দেশের উন্নয়ন কাজে অর্থবহ অবদান রাখার জন্য নিজেদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে জ্ঞান সাধনায় ব্রতী হতে ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষা জীবন শেষে দেশের জন্য কাজ করার সুযোগের চেয়ে অন্য কোন বড় পুরস্কার নেই।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে প্রতিমন্ত্রী এ, কে, এম, মাঈদুল ইসলাম ও কলেজ প্রিন্সিপাল ডঃ আবদুল জব্বার মিয়াও বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট কলেজ প্রাংগণে এসে পৌছুলে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই কলেজে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন।

নিজের কলেজ জীবনের কথা স্মরণ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, তখন দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল ছাত্র সমাজের স্বপ্ন।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার দেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুনর্বিন্যাসের চিন্তা-ভাবনা করছেন এবং জেলা পর্যায়ের কলেজগুলোকে অনার্স ডিগ্রী খোলার উপযোগী করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করা হবে। তিনি বলেন, একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় এসব কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং বর্তমান আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তখন শুধুমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই কাজ করবে।

এভাবে শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নয়ন করা যাবে এবং সেশন জট দূর করে ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ থেকে মুক্ত করা যাবে।

তিনি বলেন, সরকার এ বিষয়ে সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে জনমত পেয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, এক শ্রেণীর ছাত্রের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে শিক্ষাংগন কলুষিত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় পার্টির ছাত্র ফ্রন্ট বিলোপের কথা উল্লেখ করে বলেন, আশা করেছিলাম অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এ পথ অনুসরণ করবে। কিন্তু তা না করায় শিক্ষাংগন এখনও রাজনীতির উর্বর ক্ষেত্রই রয়ে গেছে।

তিনি বলেন, ছাত্ররা ধীরে ধীরে রাজনীতির কুপ্রভাব সম্পর্কে বুঝে উঠছে এবং আশা করছে যে, রাজনৈতিক দলগুলো ক্যাম্পাসে তাদের আস্তানা ত্যাগ করবে ও তাদের নিরবচ্ছিন্ন পড়াশুনার সুযোগ করে দিবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, বর্তমান সরকার কারমাইকেল কলেজের যথেষ্ট উন্নতি করেছে এবং ভবিষ্যতেও এর উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকবে। পরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ মিলনায়তনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ পরে তার সম্মানে রংপুর বার এসোসিয়েশন প্রদত্ত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বার এসোসিয়েশন ভবন উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে ভাষণদানকালে তিনি বলেন, দ্রুত ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এবং ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের ৬টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে।

রাজনীতিতে অবস্থানকারী একটি স্বার্থান্বেষী মহলের কথা উল্লেখ করে বলেন, এরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করছেন। জনগণ তাদের দুরভিসন্ধি বুঝে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে।